Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 _(Index Copernicus International)_
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.63-66
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাঁওতাল সমাজের উৎসবের ইতিবৃত্ত

Buddhadev Biswas
Research Scholar, Visva-Bharati, University, West Bengal, India
Prof. Sujit Kumar Paul
Professor, Visva-Bharati, University, West Bengal, India

Abstract

"Bengali" means thirteen festivals in twelve months. Similarly, thirteen festivals are celebrated in twelve months in the Santhal community of the tribal community. Although there are different types of festivals in the Santhal society, they are based on religion and family. Santhal people enjoy each and every festival. Nowadays, Santhal festivals have changed a lot in modern public life.The Santhal community is one of the first indigenous people of the Indian sub-continent to be recognized as the holder of an agricultural production system and culture. The main deity of the Santhals is Surya, whom these people call by the name "Singh Banga". They call all their deities as "Bonga". They consider natural elements - trees, stones as gods. The Santhal community does not use idol worship, as they consider various natural objects to be gods.

Key Words: Santal, Tribal, Culture, Sohorai, Dansai, Baha

ভূমিকা: সাঁওতাল সম্প্রদায় খুব উৎসবপ্রিয় জাতি। বাঙালিদের মত এদেরও বারো মাসে তেরো পার্বণ লক্ষ্য করা যায়, তবে বাঙালিদের মত বৈশাখ মাসে বছর শুরু হয় না এঁদের বছর শুরু হয় মাঘ মাসে, পৌষ মাস হচ্ছে সর্বশেষ মাস। মাঘ মাস থেকে শুরু করে সারা বছর ধরে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নানারকম সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে থাকে। সাঁওতাল সমাজে 'আখড়া' কথার উল্লেখ পাওয়া যায়- যেখানে তারা নানারকম নাচ-গান করে আনন্দে মেতে থাকে। সাঁওতাল নারীরা প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান যেমন ফুল, পাতা, ডাল ইত্যাদি পরিধান করে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন। সাঁওতাল সমাজে লোক সাহিত্যের প্রভাব অনেক বেশি তাই তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুখে মুখে তাদের গান, ছড়া ইত্যাদির প্রচলন ঘটায়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে তারা তুমদা-টামাক অর্থাৎ ধামসা মাদল এর ব্যবহার করতে বেশি অভ্যস্ত। যদিও বর্তমানে কৃত্রিম বাদ্যযন্ত্রের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বছরের শুরু অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম দিন উৎসব শুরু হয় বাঙালিরা যেটাকে নববর্ষ বলে থাকে, মাঘ মাসের পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত এই উৎসব হয়ে থাকে। এই সময় মুরগি খাওয়া হয়, সেই জন্য এই উৎসব কে মাঘ সিম বলা হয়, সিম কথার অর্থ 'মুরগি'। এই পুজো না হওয়া পর্যন্ত কোনো রকম শিকার, পাতা তোলা, বনে যাওয়া নিষিদ্ধ, করা যায় না কোনো শুভ কাজ। সমাজের পুরোহিতকে বলা হয় 'নায়কে' যিনি সমগ্র

পূজার্চনার দায়িত্বে থাকেন। এই পুজো সাধারণত মাঠে হয়ে থাকে, বন, পাহাড়, গরু, খাল-বিল, গ্রামের সিমানা ইত্যাদি নাম করে পুজো করা হয়।

এই পুজোতে খিচুড়ি রান্না করা হয়, এই খিচুড়ি গ্রামের সবাই ভাগ করে খায় যাতে তাঁদের মধ্যে একতা রক্ষা করা যায়, সেই কথা ভেবেই তারা রান্না করা খিচুড়ি একসাথে ভাগ করে খায়। মাঘ মাসের পর ফাগুন মাসে সাঁওতাল সম্প্রদায় বাহা পুজো করেন। পুজো পূর্ণিমার দিন হয়ে থাকে। এই পুজো সাঁওতাল সমাজে অতিগুরুত্বপূর্ণ পুজো, পুজো সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতাল মেয়েরা কোন ফুল খোপায় লাগাতে পারে না। এই পুজোকে "বাহা বঙ্গা" বলা হয়। বাহা কথার অর্থ হল- "ফুল' অর্থাৎ ফাগুন মাসে চারিদিকে নতুন ফুলে ভরে ওঠে সেই সময় এই পুজো হয়ে থাকে তাই এই পুজোর নাম বাহা। এই পুজো না হওয়া পর্যন্ত কোন রকম ফুল খোপায় ব্যবহার করা যায় না, মহুয়া রস পান করা যায়না, নতুন শাকসবজিও খাওয়া যায় না। যেভাবে বাঙালি সমাজে কথিত আছে সরস্বতী পূজা না হওয়া পর্যন্ত কোনো রকম কুল ফল খাওয়া নিষিদ্ধ। এই পুজো তিনদিনের হয়ে থাকে। সাঁওতাল সমাজে কোন মন্দিরের প্রচলন নেই, তাঁদের পূজার্চনা করার স্থানকে "জাহের খান" বলা হয়ে থাকে। এই "জাহের খান" ডাল, পাতা দিয়ে তৈরি হয়। যেখানে সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন ধরনের দেব দেবীর পূজা হয়ে থাকে, যেমন- "জাহের এরা", "মারাং বুরু", "গোঁসাই", "মাঝি বঙ্গা" প্রভৃতি। এই স্থান অর্থাৎ "জাহের খান" পূর্ব পশ্চিম দিকে তৈরি হয়ে থাকে। এই সময় সাঁওতালরা তুমদা-টামাক অর্থাৎ ধামসা মাদল নিয়ে নাচ-গান করে। এই পুজোর শেষে গ্রামের ছেলেরা বনে গিয়ে পশু শিকার করে নিয়ে আসে এবং সেই পশুর মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে সবাই খায়।

ফাল্গুন মাসের পরে আসে বৈশাখ মাস, এই মাসে প্রতি পাঁচ বছর পর পর "মাঃ মড়ে" পূজা হয়ে থাকে। এই পূজোর ধরণ পূর্বে বর্নিত **"বাহা বগাঁ"**-র মতো। 'মড়ে' কথার অর্থ হল 5 , যেহেতু এই পুজো পাঁচ বছর পরপর হয়ে থাকে সেই জন্য এই পুজোর নাম **"মাঃ মড়ে"**। অনান্য পুজোর মত এই পুজোতেও তুমদা-টামাক নিয়ে অর্থাৎ ধামসা মাদল নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। সাঁওতাল সমাজে মদ এর ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, সাঁওতাল ভাষায় একে 'হাঁড়ি' বলা হয়ে থাকে। এই 'হাঁড়ি' তারা তাদের পুজোতে ব্যবহার করে থাকে, এই 'হাঁড়ি' ছাড়া পূজা সম্পন্ন হয় না।

এরপর আষাড় মাসে **"এরঃ সিম"** হয়ে থাকে। বাইরে থেকে কোন রোগ যাতে গ্রামে প্রবেশ না করে সেই শূন্য এই পুজো হয়ে করা হয়। অনান্য পুজোর থেকে এই পুজো অনেকটা ছোট।

আষাঢ় মাসের পরে শ্রাবণ মাসে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর **"হীরয়ীড় সিম"** পুজো করে থাকে। এই পুজো পূর্বে বর্ণিত 'মাঘ সিম' পুজোর মত। এই পুজো সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছাগল, গরুর জন্য ঘাস কাটতে যাওয়া যায় না। এই পুজো সম্পন্ন হওয়ার পর গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটতে যেতে পারে।

আশ্বিন মাসে বাঙ্গালীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজো হয়ে থাকে, এই মাসেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ **"দাঁশায়"** পরব হয়ে থাকে। ষষ্ঠী থেকে এই পরব এর সূচনা। বাংলা সাহিত্যের পুরান অনুসারে দেবী ঠাকুরান হিমালয় পর্বত থেকে মত্যে নেমে আসে। এই সময় দেবী দুর্গার পূজা হয়।

এই সময় সাঁওতাল ছেলেরা **"দাঁশায় দাঁড়ান"**-এ বার হয়। এর কারণ হলো- পূর্বে ভারতীয়রা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে পারত না, নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার জন্য সাঁওতালদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে সবাই শামিল হয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে 2 জন সাহসী মেয়ে কে বাছা হয়েছিল তারা হলেন **"আয়নম"** আর **"কাজল"**। শত্রুরা মনে করেছিলেন এই দুইজন সাহসী মেয়েকে

অপহরণ না করলে তাদের যুদ্ধে জেতা অসম্ভব। সেই জন্য তারা এই দুই মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এই দুই মেয়েকে খুঁজে বার করার জন্য **"দাঁশায় দাঁড়ান"-**এ বের হয়। এই সময় ছেলেরা মেয়েদের রুপ ধারণ করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, বাড়ি-বাড়ি যায়। যাওয়ার সময় তারা তাদের "দাঁশায়" নৃত্য ও গান করেন। তাদের সাথে তীর-ধনুক লুকানো থাকে, যদি ধরা তাদের অপহেরিত **"আয়নম"** আর **"কাজল"** কে দেখতে পায় তাহলে তারা তীর ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করে তাদের ফিরিয়ে আনবে। তাদের গানের শুরুতে "হায় হায়" শব্দ থাকে যেহেতু এটি একটি দুঃখের পরব তাই তাঁরা গানের শুরুতে "হায় হায়" বলে। যেমন-

"हायरे हायरे हायरे हायरे……..
देलांग देलांग गुरू हो ….. देलांग बेरेत में
देलांग देलांग चेला हो……. देलांग साजो: मे
दिशोम दांरान गुरू को ओडोक एना हो……….
दिशोम सांघार चेला को बाहेर एना हो…………"।

অর্থাৎ হায়রে হায়রে গুরু জেগে ওঠো, চেলা তোমরা সাজ গ্রহণ করো, দেশে বেরোনোর জন্য গুরুরা বেরিয়ে গেছে, ছেলারাও চলো।

অর্থাৎ এই পরবে তাদের গুরু-শিষ্য থাকে, তাদের কথা এই গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই সময় ছেলেরা সাদা ধূতি পড়ে, মাথায় পাগড়ী আর ময়ূরের পালক থাকে, পায়ে থাকে ঝুমুর ও হাতে কাঁসা আর করতাল। সাঁওতাল সাহিত্য অনুসারে বারোটি গুরু থাকে।

আশ্বিন মাসের পর কার্তিক মাসে সাঁওতালদের সর্ববৃহৎ উৎসব "সোহরায়" পালিত হয়, যদিও এলাকা বিশেষ সময়ের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কিছু জায়গায় কার্তিক মাসে হয়ে থাকে, কিছু জায়গায় পৌষ মাসের শেষে হয়ে থাকে। এই পরব পাঁচ দিন পাঁচ রাত হয়ে থাকে, এই দীর্ঘ সময় ধরে এই পরব হওয়ার জন্য এই উৎসবকে **"হাতি লেকান সহরায়"** বলা হয়ে থাকে। হাতি যেহেতু দীর্ঘকায় সেইজন্য এইরূপ নামকরণ। অন্যান্য পুজোর মতোই এই পুজোরও দায়িত্ব থাকে নায়েকের (সাঁওতালদের পুরোহিত) ওপর। এই পরবের উদ্দেশ্য হল গবাদিপশুকে সেবা করা। গবাদিপশুর জন্য যেহেতু চাষ আবাদ হয়ে থাকে সেই জন্য তাদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই এই পুজো হয়ে থাকে। নির্ধারিত দিনে গ্রামের সবাই নিজের নিজের গরুকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেবা বা পূজা করেন। এই সময় বাড়ির মেয়ে-জামাইরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেই সময় মেয়ে-ছেলে সবাই রাস্তায় নাচ-গান করে পাঁচ দিন পাঁচ রাত আনন্দে মেতে থাকেন। এই পাঁচ দিনের নির্দিষ্ট নাম আছে। যেমন- প্রথম দিন **"উমাস মাহা",** দ্বিতীয় দিন **"সারদি মাহা",** তৃতীয় দিন **"খুন্টাও মাহা",** চতুর্থ ও পঞ্চম দিন **"জালে"** ও **"জাজেলে"**।

এই "সহরায়" উৎসব বাঙ্গালীদের কাছে "বাদনা" নামেও পরিচিত। সাঁওতাল সমাজেও বাঙ্গালীদের মত সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন রীতিনীতি আছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট গান বা মন্ত্র বর্ণিত আছে। তাদের মন্ত্রকে "বাঁখেড়" বলা হয়। পৃথক পৃথক ঠাকুরের জন্য পৃথক পৃথক **"বাঁখেড়"** ব্যবহার করা হ্য।তবে বর্তমান পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে তাদেরও সামাজিক পরিবর্তনের ধারা অব্যহত। অনেকে ছোট করে নিজেদের মতো উৎসব গুলি পালন করে।

Reference:-

1. Murmu, Rameswar. (2012), Jaher Bonga Santarh Ka; Adim Publication, Kolkata
2. Hembram , Parimal (2015), Saontali Sahityer Itihas, Nirmal Book Agency, Kolkata
3. Hansda, Rupchand (2008), More Sin More Nida, Kherwar Publication, Howrah.
4. Hansda, Rupchand (2006), Hihiri Pipiri, Kherwar Publication, Howrah.
5. Murmur, Lakhan Chandra, (2014), History of Santali Literature, pashchima Publications, Odisha.
6. Kerkatta, Sudhil, (2016), Primitive Tribes of Jharkhand, Ke Ke Publication, Allahabad